بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪৫-০২/০৩ সোমবার, ০৭ সফর, ১৪৪৬ হিজরী ১২/০৮/২০২৪ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণ, ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সকল সচেতন মহলের প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর, উলা'ইয়াহ্ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে উদাত্ত আহ্বান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্,

জনগণের দীর্ঘ আন্দোলন, সর্বশেষ ছাত্র-জনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গত ৫ আগস্ট ২০২৪, যালিম হাসিনার ১৫-বছরের যুলুম-অত্যাচারের শাসনের পতন হয়েছে। **"আর মনে করো না যে, যালিমরা যা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ খবর রাখেন না, তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন যেদিন ভয়ে-আতঙ্কে চক্ষু স্থির হয়ে যাবে"** [সূরা ইব্রাহীম : ৪২]। যালিম হাসিনার পতন সকল যালিম শাসকদের জন্য একটি সতর্কবাণী। হাসিনা সরকারের পতনের পরবর্তীতে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ১৭-সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। দেশের সর্বস্তরের জনগণ এই বিষয়ে একমত যে, বর্তমান সংবিধান, প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থাৎ আমলাতন্ত্র, নিরাপত্তা বাহিনী ও বিচার বিভাগের আমূল পরিবর্তন দরকার। ছাত্র-জনতার এই সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূলদাবী ছিল কোটাসংস্কারসহ রাষ্ট্র থেকে সকল বৈষম্য দূর করা।

ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণ, ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সকল সচেতন মহলের প্রতি ***হিযবুত তাহ্‌রীর,*** *উলা'ইয়াহ্ বাংলাদেশ নিম্নোক্ত আহ্বান জানাচ্ছে:*

এক, ৭২-এর ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং এর সকল সংযোজন-বিয়োজনও সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কোন মুক্তি নাই। অবিলম্বে কুর'আন-সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে প্রণীত ইসলামী সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। এই লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর** "খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)" প্রস্তুত করেছে। ইসলাম হচ্ছে একটি আক্বিদা এবং এই আক্বীদার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। **"আর আপনি (হে মোহাম্মদ) আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করুন ও তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না"** [সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৯]। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থার সূচনা করেন এবং দীর্ঘ ১৩-শত বছর ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে মানুষ ইসলামী ব্যবস্থা তথা গৌরবময় খিলাফত ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণ শাসনের অধীনে বসবাস করেছে।

তাছাড়া, এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম, তারা ইসলামের মহান দ্বীনকে তাদের পরিচয়, সংস্কৃতি, জীবন ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা একটি মহান মুসলিম উম্মাহ্'র অংশ যাদেরকে আল্লাহ্ ﷻ সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য উদ্ভব করেছেন। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, **"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ্, মানবজাতির কল্যাণের জন্য (উদাহরণস্বরূপ) তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্'র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে"** [সূরা আলি-ইমরান : ১১০]। এটি এমন একটি উম্মাহ্ যাকে বিশ্বপালনকর্তার বিধান দিয়ে মানবজাতিকে শাসন করার জন্য উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তারা কখনও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের গণতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দিয়ে শাসিত হতে পারে না, যা আল্লাহ্ ﷻ এর ক্রোধকে ডেকে নিয়ে আসে এবং মূর্খতা ও যুলুমকে ছড়িয়ে দেয়। তাই রাষ্ট্রসংস্কারে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসরণ ও দাসত্ব থেকে বের হতে হবে।

Hizb ut Tahrir, Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com
WhatsApp: +880 1306 414 789

Hizb ut Tahrir Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
Hizb ut Tahrir Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info

দুই, দেশের উপর মার্কিন-ব্রিটেন-ভারতের সকল প্রভাব ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সাথে জলে-স্থলে সকল কৌশলগত চুক্তি (যেমন, ট্রানজিট, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটিজি সংশ্লিষ্ট, ইত্যাদি) এবং সামরিক চুক্তিসমূহ বাতিল করতে হবে। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, **"যদি তারা তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হবে, এবং তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করে তোমাদের ক্ষতি সাধন করবে, এবং তাদের আকাংখা তোমরা যেন কাফিরদের কাতারে শামিল হও"** [সূরা আল-মুমতাহিনা : ০২]।

তিন, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের স্বার্থে পিলখানায় মেধাবী সামরিক অফিসারদেরকে হত্যার মধ্য দিয়ে হাসিনা সরকার দেশের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল অনতিবিলম্বে ভারতীয় মদদপুষ্ট সেই ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার করতে হবে। এবং হাসিনা সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর অসংখ্য নেতা-কর্মীদের উপর যুলুম-নির্যাতন, গুম-গ্রেপ্তারের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

চার, যালিম হাসিনা ও তার যুলুমের সহযোগীতাকারী এমপি-মন্ত্রীসহ আমলা, নিরাপত্তাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা ও বিচারকদের অনতিবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। এবং দমনমূলক সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন, সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করার সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ সকল দমন-নিপীড়নমূলক আইনসমূহকে এই মূহুর্তে বাতিল করতে হবে। সত্য প্রকাশ করা এবং সরকারকে জবাবদিহি করা প্রত্যেক নাগরিকের ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, *"যালিম শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ"* (মুসনাদে আহমাদ)। একই সাথে, বিগত ১৫-বছরে হাসিনা সরকারের যুলুম-অত্যাচারের শিকার সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

পাঁচ, কোটাসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল দেশে বিদ্যমান চরম বেকারত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা অতিমাত্রায় সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল, কারণ বর্তমানে দেশে লক্ষ-লক্ষ উচ্চশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী বেকার। দশকের পর দশক ধরে শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠান আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বেসরকারীকরণ ও মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতির কারণে দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর, ঋণ ও বিদেশনির্ভর এবং দেউলিয়াত্বের পথে। আপনারা জানেন, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুসরণ করে স্বনির্ভরতো হতে পারেই নাই, বরং চরম দরিদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় দেশের অর্থনীতিতে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং ইসলামী অর্থনীতির মডেল অনুসরণ করে শিল্পোন্নত, স্বনির্ভর ও নেতৃত্বশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর মাধ্যমে আমাদের তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ছয়, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল দেশ থেকে সকল বৈষম্য দূর করা। কারণ, একদিকে দেশে একটি লুটেরা পুঁজিপতিশ্রেণী তৈরি হয়েছে, আর অন্যদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা যেখানে "বিশ্বের ১% ব্যক্তি ৯৯% সম্পদের মালিক"। তাই রাষ্ট্রের অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী নীতিমালা উচ্ছেদ করতে হবে। দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে গৃহীত অনুৎপাদনশীল ও অপরিকল্পিত দুর্নীতিগ্রস্ত মেগাপ্রকল্পসমূহ বাতিল করে প্রয়োজনীয় ও উৎপাদনশীল এমন প্রকল্প হাতে নিতে হবে যার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রা উন্নত ও আরামদায়ক হবে। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিই হচ্ছে সম্পদের সুষম বন্টন, **"...যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে"** [সূরা হাশর : ৭]। প্রতিটি মানুষের (মুসলিম-অমুসলিম) একেবারে ব্যক্তি পর্যায়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, *"আদম সন্তানদের বসবাসের জন্য বাসস্থান, আওরাহ্ ঢাকার জন্য কাপড় এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য এক টুকরো রুটি ও পানি- এর চেয়ে জরুরী কোন অধিকার নাই"* (আত-তিরমিযী)। এবং সকল নাগরিকের উন্নত জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুযোগ করে দেয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

Hizb ut Tahrir, Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com
WhatsApp: +880 1306 414 789

Hizb ut Tahrir Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
Hizb ut Tahrir Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info

কারণ, ইসলাম উপার্জনের যে উৎসাহ মানুষকে দেয় তা কেবলমাত্র মৌলিক চাহিদা পূরণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। সূরা আল-আ'রাফ এ আল্লাহ্ ﷻ বলেন, **"বলুন, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?"**।

সাত, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ সহ জ্বালানীখাত থেকে দেশী-বিদেশী কোম্পানীসমূহকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়ে আসতে হবে এবং এগুলো থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, *"মুসলিমরা (জনগণ) পানি, চারণভূমি এবং আগুন এই তিনটি জিনিসের অংশীদার"* (আবু দাউদ)। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস আরও যোগ করে বলেন, *"এবং এর মূল্য গ্রহন করা হারাম (নিষিদ্ধ)"*। আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুসরণ করে জনগণের সম্পদ (গণমালিকানাধীন সম্পদ) যা ইজারা বা বেসরকারীকরণ করা হয়েছে, তা ইসলামী শারী'আহ্ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। ইসলামের এই নীতি অনুসরণের ফলাফল হিসেবে জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে।

আট, সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে এবং যুদ্ধ-ভিত্তিক ভারী শিল্প স্থাপন করে যুদ্ধের সরঞ্জামে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সমরভিত্তিক ভারী শিল্প হচ্ছে শক্তিশালী সামরিকবাহিনী এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, **"আর প্রস্তুত কর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী, যা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহ্'র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন"** [সূরা আল-আনফাল : ৬০]।

হে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণ, ছাত্রসমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সচেতন নাগরিকগণ!

বর্তমান যালিম হাসিনার পতন হলেও গণতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, **"আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারাই যালিম"** [সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৫]। বর্তমান ব্যবস্থা ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী এবং যালিম তৈরির কারখানা, যেখানে শাসকগোষ্ঠী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ফলে দশকের পর দশক ধরে শাসকগোষ্ঠীর চেহারার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু জনগণের উপর যুলুমের কোন পরিবর্তন হয়নি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, *"...তারপর যুলুমের শাসনের অবসান হবে, অতঃপর আবারও ফিরে আসবে খিলাফত-নবুয়তের আদলে"* (মুসনাদে আহমাদ)। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট, একমাত্র নবুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই যুলুম-অত্যাচারের অবসান হবে এবং এই হাদিসে আল্লাহ্ ﷻ নবুয়তের আদলে খিলাফত ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদও দিয়েছেন। এছাড়া একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দেশ কাফির-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে মার্কিন-ব্রিটেন-ভারতের কবল থেকে মুক্ত হবে এবং মুসলিম উম্মাহ্ একটি নেতৃত্বশীল জাতিতে পরিণত হবে।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত (শাসনকর্তৃত্ব) দান করবেন যেমন তিনি দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে, এবং তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে শাসনকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন; এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে পরিবর্তিত করে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। [কারণ] তারা আমারই ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। এরপরও যারা অবিশ্বাস করে, তারাই চরম অবাধ্য" [সূরা আন-নূর : ৫৫]।

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

Hizb ut Tahrir, Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com
WhatsApp: +880 1306 414 789

Hizb ut Tahrir Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
Hizb ut Tahrir Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info